বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে : হানিফ

ভুল রাজনীতির কারণে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতেও জনগণ বিরোধী কাজ করেছিল হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটপাট দুর্নীতি সন্ত্রাসী করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশটাকে একটা জঙ্গী রাষ্ট্র বানিয়েছিল। বিদেশী জঙ্গীদের অস্ত্র সরবারহ করে তাদের আশ্রয় দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে জঙ্গীবাদ বানিয়ে ফেলেছিল। যার কারণে বাংলাদেশটা পৃথিবীর কাছে দূর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে চিন্নিত ছিল। জনগণ এই সমস্ত অপকর্মের কারনণ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

শনিবার বেলা ১১টায় পিটিআই রোডে কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের আয়োজনে নাগরিক প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দূর্ভাগ্যেজনক হলেও বিএনপি সেই শিক্ষা এখনো গ্রহন করেনি। বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থাকতে একই কাজ করছে ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার করার কারনে জনগণ তাদেরকে আবারো ধিক্কার দিয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। সেই বিএনপি এখন আবার নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার জন্য আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষের মধ্যে আতংক স্বৃষ্টি করে তারা ভাবছে এটাই তাদের খুব সফলতা হচ্ছে।

হানিফ আরো বলেন, বিএনপির এখন রাজনৈতিক সফলতা হচ্ছে বাসে ট্রেনে আগুন দেয়া, এটা একটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। চোরাগুপ্তা দুয়েকটি জায়গায় বোমা ফাটিয়ে বা দুইএকটা জায়গায় বাসে আগুন দিয়ে কোন কিছু অর্জন করা যাই না। দেশের মানুষ বিএনপির প্রতি আস্থাও রাখে না এবং এই দলটার প্রতি ক্রমানয়ে মানুষের ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসময় নাগরিক পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন পেছানো বা আর পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই : হানিফ

সাধারণ দৃষ্টিতে এই নির্বাচন পেছানো বা আর পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, এই ভোট নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের উৎসাহ, উৎসব-আমেজে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১২টায় নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, সব রকম চেষ্টার পরও যদি কোনো দল নির্বাচনে না আসে তবে এই নির্বাচন পক্ষপাতমূলক বলা যাবে না। সেটা বাংলাদেশের এই নির্বাচনের বাস্তব চিত্র নয়।

এদিকে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে কুষ্টিয়ায় জেলা রিটানিং কর্মকর্তার কাছে কুষ্টিয়া-৩ সদর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন হানিফ।

পিটিআই রোডের নিজ বাসভবন থেকে নারী পুরুষ নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হেঁটে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

একই সঙ্গে আরও একজন হেভিওয়েট প্রার্থী কুষ্টিয়া-৪ কুমারখালী- খোকসা আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা এহেতেশাম রেজা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেতাকর্মীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। এর আগে কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন কুষ্টিয়া সদর আসনের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন।

গভীর নলকুপ রেখেই এলজিইডির অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ অব্যাহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে ঠিকই কি ‘অপরিকল্পিত নির্মাণ’ দায় নিতে চাচ্ছেনা উপজেলা প্রকৌশলী।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের তথ্য মতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার সরকারী ও বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রয়েছে এবং শেষ হয়েও গেছে। চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৭ কোটি ৯৬ লাখ ২৮ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলার ৪টি উপজেলায় ৩৬টি প্যাকেজের মধ্যে ৩১টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরও ৫টি। চাহিদা ভিত্তিক বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৬ কোটি ৬ লাখ ২ হাজার ১৪০ টাকা ব্যয়ে ৪টি উপজেলায় ২৩টি প্যাকজের মধ্য ২২টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে ১টি। প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬ কোটি ৭৪ লাখ ১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৩২টি প্যাকজের মধ্যে ৬৭টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরা ৬৫টি কাজ।

প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে চলমান নির্মাণ কাজ অপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। নির্মাণাধীন ফটকের যাতায়াতের মাঝখানে জনস্বাস্থ্য প্রকশৌলী অধিদপ্তরের একটি গভীর

নলকুপ (তারা ডেভ হেড) রয়েছে। ওই নলকুপটি না সরিয়েই চলছে নির্মাণ কাজ। নলকুপটি না সরিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজের অনুমতি দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে, কাজ দেখভাল নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসনকে সরকারী কাজে এমন অবহেলার জন্য দায়ী

করেছে নাম প্রকাশ না করা শর্তে অনকে। এ কাজের প্রাক্কলন করার সময় ফটকের মাঝখানে নলকুপটি বসানো থাকলেও তা কিভাবে নজর এড়ালো তা প্রশবিদ্ধ? স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ কাজটি বিদ্যালয়ের পাশে কেদারগঞ্জপাড়ার ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা করছে। কারনে চোখের সামনে অপরিকল্পিতভাবে কাজটি করলেও তা বলা যাচ্ছেনা। ওই বাসিন্দারা আরও বলেন, প্রকাশ্য শহরের মধ্যে যদি এলজিইডি এ ধরনের কাজ করাতে থাকে, তাহলর যেখানে দেখার কেউ নেই সেখানে এ দপ্তরের প্রকৌশলীরা কাজগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করে ?

নির্মাণাধীন ফটকের মাঝখানে গভীর নলকুপ বসানো থাকা অবস্থায় কিভাবে কাজ চলছে,এমন প্রশ্নের জবাবর ওই বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা আক্তার বলেন,এ নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। কাজ কিভাবে চলছে তা আমাদের জানা নেই।

এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের দেখিয়ে দেওয়া স্থানই এলজিইডি কাজের বাস্তবায়ন করে। সে কারনে এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। তারা যেখান কাজটি করতে বলেছে সেখানই ফটক নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শেখ ফরিদ বলেন, গভীর নলকুপ রেখই ফটক নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকলেও বিদ্যালয় বা এলজিইডির তরফ থেক নলকুপটি সরিয়ে নেয়ার জন্য কোন আবদেন করা হয়নি। আবেদন করলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিষয়টি জানা ছিলোনা। এটা সমাধানর ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনের পদত্যাগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুল আরেফিন।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এরআগে প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখায় দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেয়নি। আসনটি এখনও ফাঁকা রাখা হয়েছে। ইনুকে ছাড় দেওয়ার জন্য আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। বিএনপি-জামায়াত না আসায় এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ইনুকে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে কামরুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এরপর বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নির্বাচন করব এবং এ নির্বাচনে জয়লাভও করব, ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘কুষ্টিয়া-২ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। যদি আমাকে দল

নৌকা দেয় তাহলে আমি দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করব। আর দল না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করব। আর সেজন্যই আজ পদত্যাগ করলাম। আমাদের দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে। তাই আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জনতার কাতারে চলে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই আসনে জাসদ নেতা ইনু সাহেব আওয়ামী লীগের ৮০ ভাগ ভোটের ওপর ভর করে বিগত তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছর উনার (ইনুর) ২০ ভাগ ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন করতে হবে। তার সময় মিরপুর ভেড়ামারায় আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাই তাকে আর এমপি হিসেবে দেখতে চায় না। দুই উপজেলার নেতাকর্মীরা মুখিয়ে আছে আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের নেতা আমি, আমি জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই।’

গত তিনটি নির্বাচনে পর পর কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তথ্যমন্ত্রী হন তিনি। পরপর তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় নির্বাচিত হন ইনু।

মিরপুর ও ভেড়ামারায় কামারুল আরেফীনের বিশাল ভোট ব্যাংক রয়েছে। পরপর দুটি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।

কুষ্টিয়ায় যারা হচ্ছেন জাপা প্রার্থী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত জাতীয় পার্টির

চেয়ারম্যান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

এরমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি নাফিজ আহমেদ খান টিটুকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর), সাধারন সম্পাদক শাহরিয়ার জামিল জুয়েলকে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর), কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর- ভেড়ামারা) শহীদুল ইসলাম ফারুকী,ও কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) মোঃ আয়ান উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করলেও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনটিতে কাউকে মনোনীত করেনি। বর্তমানে এখানের সংসদ সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে তিনবার বিজয়ী হাসানুল হক ইনু।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো জাসদ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাসানুল হক ইনু। এরপর আরও দুবার বিজয়ী হন তিনি। অনেকের ধারণা, এই আসনে ফের লড়বেন ইনু। সেই আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জাপার শহীদুল ইসলাম ফারুকী।

নির্বাচনকে ঘিরে গত ২০ নভেম্বর থেকে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে জাতীয় পার্টি। প্রথমে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষে সময় ২৪ নভেম্বর বলা হলেও পরে ফের সময় বাড়িয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি করে তারা। এরপর বিভাগ অনুযায়ী মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জানা গেছে, জাতীয় পার্টি মোট এক হাজার ৭৫২ জন জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকার বিপক্ষে সাবেক দুই এমপি, হানিফের

বিপক্ষে মেয়র পুত্র

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে নৌকার বিপক্ষে লড়বেন সাবেক দুই এমপি কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী ও কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ।

তারা দুজনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন।

রেজাউল হক চৌধুরী ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফাজ উদ্দিন আহমদকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।

আবদুর রউফ কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসন থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আবদুর রউফ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা।

তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসন থেকে ৪১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন।

তাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, সেলিম আলতাফ জর্জ, আকাম সরওয়ার জাহান বাদশাহকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে সংসদ সদস্য ও দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ, কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মাহাবুব-উল আলম হানিফের আসনটিতে

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচবারের পৌর মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু।

গতকাল সোমবার বিকেলে নিজের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. সহিদুর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

হানিফ ছাড়া এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনজুমান লাইলা বানু এবং ইউকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাহাতাবুল হক জয়।

তবে দলীয় নেতা-কর্মীরা কুষ্টিয়া-৩ আসনে হানিফের বিকল্প কাউকে ভাবছিলেন না। কারণ গত ১০ বছরে কুষ্টিয়া সদর আসনে যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতি দলমত-নির্বিশেষে সবাই আস্থা রেখেছেন। এবার তৃতীয়বারের মতো সদর আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ বলেন, আমি কুমারখালী-খোকসা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আসন্ন নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। কুমারখালী-খোকসার মানুষ আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ।

কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী বলেন, আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। আমি এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। দৌলতপুরের অনেক উন্নয়ন আমার সময়ে হয়েছে। দৌলতপুরে মানুষ আমার সঙ্গে আছেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দীন খান বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার জয় হবে। দল যাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীরা কাজ করবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ের আমি কিছু বলতে চাই না।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী বলেন, ‘নৌকাকে জেতানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এর বাইরে আমরা কিছু ভাবছি না।’

একাধিক আওয়ামী লীগের নেতা জানিয়েছেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ ও কুষ্টিয়া-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য রউফ ও রেজাউল নৌকার বিপক্ষে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে দলও খুব একটা কঠোর হবে না। কারণ, বিএনপি ভোটে আসবে না, এটি ধরে নিয়েই ক্ষমতাসীনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দেখাতে চাইছেন। যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ জিততে না পারেন।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা, ভোট উৎসবমুখর করা ও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে একাধিক বিকল্পের একটি হলো মাঠে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখা।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৩০ নভেম্বর।

কুষ্টিয়ায় আ’লীগের মনোনয়ন পেলেন যারা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসন থেকে এই মনোনয়ন পান।

অপরপ্রার্থীরা হলেন: কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর, সংসদীয় আসন-৭৫) আ.ক.ম

সরোয়ার জাহান বাদশা এবং কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা, সংসদীয় আসন-৭৮) ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

আজ রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

অঘোষিত কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর, সংসদীয় আসন-৭৬) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ আসন থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে প্রথম বারের মত জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন মাহবুবউল আলম হানিফ। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসন থেকে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

তিনি আওয়ামী লীগের ২১তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনঃ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, এবং বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন।

মাহবুবউল আলম হানিফ প্রাথমিক জীবনে ভেড়ামারা থানা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, এরপর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
কুষ্টিয়া-২ আসনের প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানা যায়।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। এছাড়াও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা. ইফতেখার মাহমুদ, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনসহ ৪ জন।

এদিকে নৌকা মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে কুষ্টিয়া জেলা জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রার্থীদের পক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমর্থকরা মোটর সাইকেল র্যালি ও আনন্দ মিছিল করেছেন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, মনোনয়ন আপিল ও নিষ্পত্তি ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। প্রতীক বরাদ্দ হবে ১৮ ডিসেম্বর। ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে: ইনু

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশে রাজনীতি এখনও নিরাপদ নয়। সেই কারণে এখনও জোটের দরকার আছে। আমরা এখন পর্যন্ত জোটবদ্ধভাবে খুব শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের মাঠে আছি।

তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ জোট থাকুন আর না থাকুক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। ওবায়দুল কাদের কি বলেছেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। এছাড়াও ওই চিঠিতে বলা আছে, প্রয়োজন হলে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা শরিকদলের প্রার্থীরা ব্যবহার করতে পারবে।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইনু এসব কথা বলেন।

এর আগে হাসানুল হক ইনু তার নির্বাচনী এলাকার ভেড়ামারা উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডুর কাছেও মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় দুই উপজেলাতেই স্থানীয়

জাসদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া চেম্বার সভাপতিকে ট্রাক মালিক গ্রুপের সংবর্ধনা

তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবসায়ীসহ ট্রাক মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে বলে জানিয়েছেন দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লা।

গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের কার্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সমিতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ট্রাক মালিক গ্রুপের পাশে আছি এবং থাকবো উল্লেখ করে চেম্বার সভাপতি বলেন, দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি একটি গণমুখী চেম্বার। ব্যবসায়ীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে চেম্বার সচেষ্ট। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও স্বার্থ রক্ষায় চেম্বার সর্বাত্মক সহায়তায় এগিয়ে আসবে। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের দোরগোড়ায় গিয়ে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবে। এছাড়া ট্রাক মালিকদের নানামুখী সমস্যা ও সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ কাজ করবে এই কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি হাজী মো: আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সাহার পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজুল হক, মো: আখতারুজ্জামান, আলহাজ্ব এম এ মালেক, মো: আশরাফ উদ্দিন নজু, সহ-সাধারণ সম্পাদক গণেশ জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান (হেলাল), কোষাধ্যক্ষ স্বপন কুমার সাহা, দপ্তর

সম্পাদক আসাদুর রহমান (লোটন), প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য এ.এন,এম আ: হাই তপো, মো: মাসুদুজ্জামান, মো: খাদেমুল ইসলাম, হাজী মো: আরশাদ আলী, হাজী মো: জমশের আলী, মতিউর রহমান, রাজু আহমেদ, রেজাউল করিম, তারাদাস ভৌমিক, মো: আইনুর রহমান িটেটা, এমএ খালেক ও মো; রুহুল আমিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লার হাতে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেন কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় মেধা’র ব্যবস্থাপনায় অসহায় শারীরিক দুই প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেধা’র কার্যালয়ে ডা: মেহনাজ নাসরীনের অর্থায়নে ও মেধা’র ব্যবস্থাপনায় দুই জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব শামীম আহমেদ, মেধা’র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. মুহা. আব্দুল লতিফ. মেধা’র সহসভাপতি শাহনেওয়াজ আনসারী মনজু, নির্বাহী সদস্য আব্দুল মান্নান বিদ্যুত, মোসাদ্দেক আলী মনি, মনজুর রহমান মনু, ড. নবীনুর রহমান খান, মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম, এহসান আনোয়ার বুলবুল উপস্থিত ছিলেন।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব শামীম আহমেদ বলেন, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক

ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে। পাশাপাশি সামাজিকভাবেও বেশ কিছু কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুই জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।